newsletter

Volume 1, Number 1, April 2012

AMDA
BANGLADESH

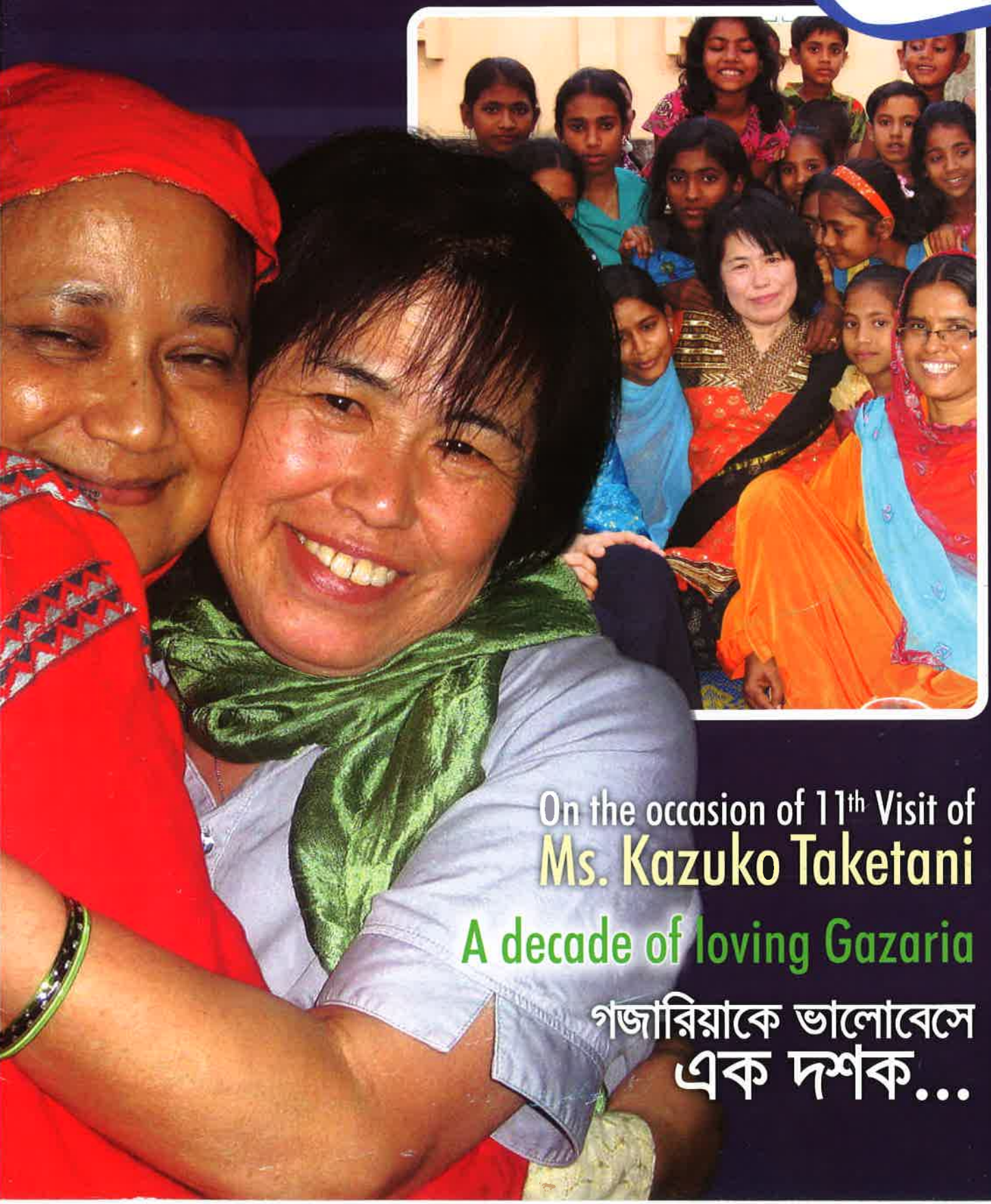

On the occasion of 11th Visit of Ms. Kazuko Taketani

A decade of loving Gazaria

গজারিয়াকে ভালোবেসে এক দশক...

Messages

Message from AMDA International President

AMDA Bangladesh, the Bangladesh chapter of Association of Medical Doctors of Asia (AMDA), International, Okayama, Japan since its inception has been working hard to deal with the issues related to the community development at grass roots level. On behalf of the entire AMDA family, I would like to express my profound gratitude to members of AMDA Bangladesh for their significant efforts to carry out the mission.

I have high hopes that Ms. Kazuko Taketani, AMDA Counselor and a music teacher of Toji Junior High School, plays an extraordinary role in boosting mutual understanding and relationship between Bangladesh and Japan. I am deeply impressed to see her struggles to promote the Cultural and Educational Exchange Program at the community level between Tamano City and Gazaria Upazila.
This is her 11th visit to Bangladesh. I believe that her initiative will turn into a friendship Bridge being contributory to respecting for cultural diversity of each other, and promote greater understanding.

AMDA believes in the spirit of "sogo-fujo". The essence of "sogo-fujo" lies in the fact that humanitarian assistance is not regarded as a single, one-sided occurrence, rather it is seen in a cycle of reciprocating assistance giving a broader perspective of time and scope. The spirit of "sogo-fujo" creates a true partnership based on respect and trust for each other.

For that reasons, AMDA International as an organization with a broad network of 30 chapters and 47 collaborating organizations around the world takes great interest in promoting confidence-building with AMDA Bangladesh. The relationship between us is a key priority for the achievement of our mission, and we are continually committed to enhance the firm relationship with the members in Bangladesh.

I wish you all the best and success of your mission.

Dr. Shigeru Suganami, MD, PhD.
President
AMDA International
Japan

It was in 2004 that I met Ms. Kazuko Taketani for the first time in Okayama, Japan. I was visiting the headquarters of AMDA International in Okayama. She expressed her desire to visit Bangladesh and I gladly invited her. Little did I know then that Ms. Taketani's first brief visit in 2005 would develop into a lasting relationship which would lead us to celebrate her 11th visit to Bangladesh.

Ms. Taketani represents the bridge of friendship that can be established through people to people contact between countries. She has been working at the grassroots level, among the village people of Gazaria, to promote educational and cultural exchanges between Japan and Bangladesh, at her own personal initiative. This is a highly laudable venture and I pledge to give her every support she needs.

I wish Ms. Kazuko Taketani success in all her endeavors.

My heartiest felicitations to all.

Professor Dr. Sarder A. Nayeem
President
AMDA Bangladesh

মিস কাজুকো তাকেতানীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় আমদা ইন্টারন্যাশনালের হেড কোয়ার্টারে, ওকায়ামাতে। ২০০৪ সালের শেষের দিকে আমি যখন জাপান সফরে আমদা হেড কোয়ার্টারের আমন্ত্রণে ওকায়ামায় আসি, তখন মিস তাকেতানী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ব্যক্ত করেন তাঁর অদম্য ইচ্ছের কথা, বাংলাদেশে সফর করার কথা।

দূর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা ভেবে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন, ভয়ে ভয়ে ছিলেন দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার কথা ভেবে। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করি এবং নির্ভয়ে বাংলাদেশ সফর করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। কাজুকো তাকেতানী যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সফর করতে চেয়েছিলেন, আমার মনে হয়েছে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কেননা তিনি চেয়েছেন বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্র ধরে তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সেই বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন আরো দৃঢ় করতে; সত্যিই গত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশকে ভালোবেসে গজারিয়ার মানুষের টানে তাকেতানী বারবার ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে, আমদা বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন, এটা আমাদের জন্য পরম পাওয়া।

সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে প্রতি বছর দু'বার করে তাঁর এই সফর গজারিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দু'টি ভিন্ন ধারার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে একই সূত্রে গাঁথার এই প্রয়াস সত্যিই বিরল এক প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবেসে কাজুকো তাকেতানীর এই প্রচেষ্টা স্বার্থক হউক তাঁর এই ১১তম সফরে।

সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

অধ্যাপক ডাঃ সরদার এ. নাঈম
প্রেসিডেন্ট
আমদা বাংলাদেশ

It is with great pleasure that we commemorate Ms. Kazuko Taketani's eleventh visit to Bangladesh this year. Since her first visit to Gazaria, Bangladesh in 2005, she has fallen in love with the village and its people and has come back every year, twice a year, to be with them.

Ms. Taketani is a unique example where she has single handedly established a bridge between the people of Tamano City, Okayama, Japan, and those of Gazaria, Munshiganj, Bangladesh. Every time she came, she brought with her fresh ideas about how to strengthen the ties of friendship and increase the extent of cultural exchange. Her efforts have contributed a lot to community development in the area.

I have every confidence that the Community Learning Centre of Gazaria which is run by AMDA Bangladesh will be able to achieve its goals with the help of committed people like Ms. Taketani.

I wish Ms. Taketani good health and full success of her eleventh trip to Bangladesh.

Professor Dr. Md. Jonaid Shafiq
Secretary General
AMDA Bangladesh

বাংলাদেশে এবার মিস কাজুকো তাকেতানীর ১১তম সফরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশকে ভালোবেসে তিনি বারবার ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে, ছুটে গেছেন গজারিয়ার মানুষের কাছে। জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মূলধারাকে পৌছে দিতে চান গ্রাম পর্যায়ে তৃণমূল মানুষের মাঝে।

প্রতি বছরই নতুন নতুন বার্তা নিয়ে এসেছেন, বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন রচনা করে চলেছেন গ্রামবাংলার স্কুলের সাথে জাপানের স্কুলের এবং গজারিয়ার মানুষের সাথে জাপানের মানুষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে। এটা সত্যিই খুবই সুন্দর মনের মানুষের পরিচায়ক। দু'দেশের এই শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সত্যিকার অর্থেই আমাদের গ্রামকে সমৃদ্ধ করবে, সুন্দর মনের মানুষ হতে আমাদের ছেলে-মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করবে, আর জাপানীজ সংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

আমদা বাংলাদেশের কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজুকো তাকেতানীর এই সক্রিয় অংশগ্রহণ সফল হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি, সুস্বাস্থ্য এবং এই ১১তম সফরের সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জোনাইদ শফিক
সেক্রেটারী জেনারেল
আমদা বাংলাদেশ

AMDA Bangladesh

Despite involvement in humanitarian works especially medical relief and rehabilitation for the victims of natural calamities, the organizers felt that the relief and emergency assistance can solve the humanitarian and social Problems only on temporary basis. AMDA Bangladesh realized that a long run self-sustainable comprehensive socio-economic development program is needed for the self reliance of the community people who are in poverty, faces uncertainty in disaster and other calamities. With this realization the concept of AMDA Bangladesh Complex (ABC) has been developed. AMDA Bangladesh Complex is an integrated program of low cost health service delivery especially to poor; need based skill training to promote employment, microcredit to increase the income of the poor families through income generating activities and a community learning centre to disseminate knowledge for sustainable development.

For this purpose AMDA Bangladesh has established its own premise with a health centre, a vocational training centre and a community learning centre at Hossaindi Union of Gazaria Upazila under Munshiganj District. The place is one hour drive along the Dhaka Chittagong high way just across the Megna Bridge. Initially AMDA Bangladesh was registered with NGO Affairs Bureau, Government of Bangladesh. Later on it was also registered under the Societies Registration Act of 1860, Government of Bangladesh as AMDA Health and Environment Development Society shortly known as AMDA Bangladesh. This registration was required to operate microcredit program. In 2008 AMDA was certified by the Microcredit Regulatory Authority (MRA) of Government of Bangladesh for microcredit operation.

Core Programs:

- Emergency Relief and Rehabilitation Activities
- Low Cost Health Care Service
- Skill Training and Employment Promotion
- Non Formal Education for Sustainable Development
- Credit and Self Reliance Program

আমদা বাংলাদেশ

১৯৯২ সালে মায়ানমার শরণার্থীদের জন্য কক্সবাজার জেলায় একটি জরুরী মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন এবং ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে আমদা বাংলাদেশ সর্বপ্রথম কার্যক্রম শুরু করে। এরপর ১৯৯৬ সালে জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় টর্ণেডো ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরী মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছিল এবং ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে সাইক্লোন ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। তা'ছাড়া ১৯৯৭ সালে ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছিল। অতপর ১৯৯৮ সালে বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এর মধ্য দিয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় আমদা বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে অদ্যাবধি অত্র এলাকার চাহিদা নিরুপণের মাধ্যমে আমদা বাংলাদেশ কমপ্লেক্স স্থাপনের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৯ সালে ঋণ ও স্বনির্ভর কার্যক্রম, ২০০২ সালে আমদা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, ২০০৩ সালে আমদা হেলথ্ সেন্টার এবং ২০০৬ সালে আমদা কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গড়ে উঠে একটি আদর্শ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, যা অত্র এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

আমদা বাংলাদেশ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও দরিদ্র মানুষের সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এক নজরে বর্তমানে সংস্থার কার্যক্রমসমূহ :

- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম
- ঋণ ও স্বনির্ভর কার্যক্রম
- আমদা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার
- আমদা হেলথ্ সেন্টার
- আমদা কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার কাম ফ্লাড শেল্টার
- বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

I had wished that night for someone to come from the Land of the RISING SUN

শুরুর কথা
The Beginning

I have always heard that if one wishes upon a falling star, the wish comes true, but I never thought I would see it happen. It was on a beautiful night on the banks of the Kajli river in 2004 that a few of us were sitting under a star studded sky, waiting for a star to fall. Suddenly I saw one. Ms. Eiko Sogawa asked whether I had wished for anything. I had wished that night for someone to come from the Land of the Rising Sun to us, someone who would fall in love with this country and its people; someone who would bring us rays of hope for a better future. The wish came true just the following year, in the person of Ms. Kazuko Taketani!

At a time of great political unrest in Bangladesh in 2005, Ms. Ono Nobuko and Ms. Eiko Sogawa had left Gazaria after working there for four years and we at AMDA Bangladesh really were not sure if anyone could replace them. Then, in August, 2005, Ms. Taketani visited our Community Learning Centre in Gazaria for a day. Little did we know that that one-day visit would culminate into a celebration of deep friendship and cooperation and that we would commemorate Ms. Taketani's eleventh visit to Bangladesh.

From her very first visit, Ms. Taketani fell in love with the people of Gazaria and felt the urge to do something good for the common people. Being a music teacher by profession, she

২০০৪ সালের কোন এক সময়ে এই কাজলী নদীর তীরে বসে আবেগ নিয়ে উচ্ছ্বসিত আমি মিস এইকো সোগাওয়াকে বলে ফেললাম অত্যন্ত সত্য একটি কথা। আমার এই কথাটি এতখানি সত্যে পরিণত হবে তা ভাবিনি তখনও। এখনও স্পষ্ট মনে আছে তখন ছিল রাত, আকাশে অজস্র তারা, আমরা Fallen Star দেখার চেষ্টা করছিলাম আর বলছিলাম কেউ যদি Fallen Star দেখে আর তখন মনে মনে যে কথাটি ভাবে তা নাকি সত্যি হয়। ঠিক তখনই আমরা একটি Fallen Star দেখতে পেলাম। এইকো আমাকে জিজ্ঞেসা করল, "তুমি কি ভাবছিলে? তা নিশ্চয় সত্যি হবে।" আমি বললাম নিশ্চয়ই সত্যি হবে দেখবে একদিন সূর্যোদয়ের দেশ থেকে এমন একজন আসবেন যিনি আমাদের এই গজারিয়াকে ভালোবেসে ফেলবেন, গজারিয়ার মানুষকে ভালোবাসবেন এবং ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেবেন যা আমাদের কর্মকান্ডে আরো বেশি উদ্দীপনা যোগাবে।

আমরা চাই এমন একজন মানুষ, সূর্যোদয়ের দেশের মানুষ, একদিন আমাদের কাছে আসবেন, আমাদেরই একজন হয়ে আমাদের সাথে কাজ করবেন, আমাদের ছেড়ে যেতে যার কষ্ট হবে এবং বারংবার আমাদের মাঝেই ফিরে আসবেন।

ঠিক তখনই ২০০৫ সালের শেষের দিকের ঘটনা, দেশ তখন রাজনৈতিকভাবে বেশ অস্থির। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পাল্টাপাল্টি কার্যক্রম- হরতাল, অবরোধ, মিটিং এবং মিছিলের শহর ঢাকা তথা সমগ্র বাংলাদেশ। আর আমরা আমদা বাংলাদেশের কর্মীরা অস্থির এই ভেবে যে, একে একে মিস ওনো নবুকো, মিস এইকো সোগাওয়ারা গজারিয়াতে আমাদের কার্যক্রমে তাদের সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত মিস ওনো নবুকো, মিস এইকো সোগাওয়ারা টানা চার বছর আমাদের সাথে কাজ করেছেন, চেষ্টা করেছেন আমদা বাংলাদেশের কর্মকান্ডকে আরো বেশি জোরদার করার, গতিশীল করার এবং সর্বোপরি কমিউনিটি উন্নয়নের ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা টানার।

ঠিক এমনই এক সময়ে ২০০৫ সালের অগাস্ট মাসে মাত্র তিনদিনের সফরে এলেন সূর্যোদয়ের দেশ সুদূর জাপান থেকে মিস কাজুকো তাকেতানী। বাংলাদেশের অস্থির রাজনীতির কথা ভেবে, ভয়ে ভয়ে স্বল্প সময়ের জন্যে আমাদের এই সুন্দর দেশটাকে দেখতে এলেন। খুঁজে পেতে চাইলেন কিছু সুন্দর মনের মানুষ। তখন গজারিয়াতে এলেন একদিনের সফরে। আমদা বাংলাদেশের কার্যক্রমের পাশাপাশি তাঁর মন কেড়ে নিলো গজারিয়ার অবারিত নীল আকাশ, শস্য-শ্যামল বিস্তর প্রান্তর, নদী-নালা, খাল, রাতের তারা ভরা আকাশ আর সর্বোপরি কোমলমতি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং গজারিয়ার মানুষের মুখ।

সুন্দর মনের মানুষ খুঁজতে আসা কাজুকো তাকেতানী যেন পেয়ে গেলেন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর এক চির চেনা পথ, ব্যক্ত করে গেলেন তাঁর মনের আকুল বাসনা। মানুষের জন্যে কিছু করার অদম্য ইচ্ছা আর বলে গেলেন গজারিয়াকে ভালোলাগা আর ভালোবাসার কথা। কথা দিলেন আবার ফিরে আসবেন গজারিয়ার মাটি আর মানুষের টানে।

ঠিক এভাবেই শুরু হলো তাঁর যাত্রা, আবারো ফিরে এলেন ২০০৬ সালে। ভাবনায় ছিল কিভাবে গজারিয়ার মানুষের সাথে জাপানের সেতুবন্ধন রচনা করা যায়। ঠিক করলেন শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে এই দু'দেশের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা সম্ভব। শুরু করলেন তাঁর যাত্রা। একজন জুনিয়র হাই স্কুলের সংগীতের শিক্ষিকা হিসেবে কাজুকো তাকেতানী ঠিক সঠিক পথটাই বেছে নিলেন। শুরু করলেন স্কুলভিত্তিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৭

thought that the best way to help people was through educational and cultural cooperation. In 2007 she arranged for a memorandum of understanding to be signed between Toji Junior High School in Tamano City, of which she is a teacher, and Razia Quader Ideal High School of Gazaria Upazilla which created the bridge of friendship and love between two societies so different in material achievements, yet so close at heart.

The love that Ms. Taketani has shown towards the people of Gazaria is equally reciprocated by them. Children and adults alike await her visits twice a year with utmost eagerness. On the occasion of her eleventh visit, not only AMDA Bangladesh, but all the people of Gazaria wish to express their gratitude to this great lady.

We wish to see her achieve success in her efforts in community development and poverty alleviation.

S. A. Razzak
Executive Director
AMDA Bangladesh

সালে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করলেন টামানো শহরের তোজি জুনিয়র হাই স্কুল এবং গজারিয়া উপজেলার টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন।

আমদা বাংলাদেশের স্কুল উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হলো নতুন এক ধারা "শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়"। কাজুকো তাকেতানী স্কুলভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি গজারিয়ার কমিউনিটির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমূখী কর্মকান্ড হাতে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। জাপানের ওকায়ামা প্রিফেকচারের টামানো শহরের সাথে গজারিয়া উপজেলার মানুষের মধ্যেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

কাজুকো তাকেতানী প্রতি বছর দু'বার নিজস্ব উদ্যোগে গজারিয়ার মাটি ও মানুষের টানে বারবার ফিরে আসেন। এ বছর এটা তাঁর ১১তম সফর। তাঁর এই সফর উপলক্ষ্যে আমদা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এই প্রকাশনায় মূলত কাজুকো তাকেতানীর কর্মকান্ডসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। গজারিয়ার উন্নয়নে তাকেতানীর এই প্রচেষ্টায় আমরা সবাই একযোগে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে সুন্দর মন ও মানুষ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবো।

গজারিয়াকে ভালোবেসে তাকেতানীর এই এক দশকের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে বলে আমরা আশা রাখি।

এস. এ. রাজ্জাক
নির্বাহী পরিচালক
আমদা বাংলাদেশ

মিস কাজুকো তাকেতানীর জীবনচরিত
Biography of Ms. Kazuko Taketani

মিস কাজুকো তাকেতানী জাপানের ইয়ামাগুচী প্রিফেকচারের ইয়ামাগুচী শহরে ১৯৪৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই সংগীতের উপর প্রবল আগ্রহ ও ভিনদেশী সংস্কৃতি জানার ইচ্ছা তাঁকে সবসময়ই তাড়িত করেছে। অতঃপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ১৯৭০ সাল থেকে সংগীত, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিনিময়ের উপর জুনিয়র হাই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রায় ৪০ (চল্লিশ) বৎসরের শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অবশেষে ২০১০ সালের মে মাস থেকে অবসর গ্রহণ করে আবার পুনরায় পার্টপাইম শিক্ষকতা শুরু করেন।

১৯৯৮ সাল থেকেই আমদা ইন্টারন্যাশনাল এর সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিনিময় কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছেন। পরবর্তীতে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পর আমদা কার্যক্রমে আরো বেশি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তাঁর এই বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করেন।

অবশেষে সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিনিময়ের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এক অদম্য ইচ্ছা নিয়ে ২০০৫ সালের ২৫শে অগাস্ট সাত সাগর পাড়ি দিয়ে এলেন বাংলাদেশে, নোঙ্গর ফেলেন গজারিয়া উপজেলার নিভৃত গ্রামে। কাজ করতে চান জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। গজারিয়ার হোসেন্দী ইউনিয়নে গড়ে তুলতে চান মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে সেতুবন্ধন রচনা করতে চান দু'দেশের মানুষের মধ্যে।

Ms. Kazuko Taketani was born in Yamaguchi-City, Yamaguchi Prefecture in Japan on 15th December, 1949. She was fond of music and cultural activities from her very early age. Then after completion her academic education, she started her career as a Junior High School teacher of Music and Cross Cultural Education since 1970. She retired from her profession in May, 2010 having 40 years of teaching experiences. Then she started part time teaching in Junior High School again. In the meanwhile she has been participating in AMDA International activities since 1998 in line with her experiences in music and cross cultural understanding education at school level. At present she is a staff of AMDA International in Okayama, Japan and involves in part time teaching. She visited many countries around the world in search of cultural and educational exchange between countries to country.

In 2005 she paid a short visit in Bangladesh to find opportunity to exercise cultural and educational exchange between the two countries. At that time she had a scope to visit AMDA Bangladesh project in Gazaria Upazila of Munshiganj District and has fallen in love with the villages and people of Bangladesh. Since then she started to come every year, twice a year to establish a long friendship bridge between the people of Gazaria and the Tamono city where she resides. Now she aims to continue to strengthen the ties of friendship between the two countries at grassroots level by the rest of her life. Now she hopes to accomplish the construction of a 'Clinic for mothers and children' in Gazaria, and makes continued efforts to improve the educational level and develop a non formal educational environment in Bangladesh. She feels that these are her mission and the goals in the future.

AMDA Community Learning Centre

AMDA Community Learning Centre is an extension project of AMDA Vocational Training Centre supported by the Government of Japan in the year of 2005. Throughout the years of interventions it has been realized that diversifying the life long education program in the community learning centre would ensure more community participation in the development process. Therefore, the community learning centre has become a focal point for the community people to come together, staying together and working together for their own development. The main objective is to promote Community Learning Centre to a knowledge centre for the community people specially targeting the adolescent group. AMDA Community Learning Centre has been playing a vital role to bring adolescent together in one platform through knowledge based education program for improving their family life. Different forums like adolescent forum, mother forum, farmers' forum, fishermen forum, etc. are being formed to conduct social issue based group discussion, meeting and seminar. Each forum consist 15-20 members. There is a leader and assistant leader in each forum. Community learning centre carries out the following activities:

- School development program
- Non-formal skill training and education program
- Community nursing (Service provider on PHC and Nutrition) training
- Social awareness rising program
- Adult literacy program

পারিবারিক জীবন শিক্ষা (Family Life Education Program)

পারিবারিক জীবন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান কিশোর-কিশোরীদের। এই লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মায়েদের ফোরাম, কিশোর-কিশোরীদের ফোরাম, মৎস্যজীবি ও কৃষিজীবিদের ফোরাম। এই ফোরামগুলো নিয়ে মিস কাজুকো তাকেতানী বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পরিবারিক ও জীবন নিষ্ঠ শিক্ষায় আলোকিত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

School Development Programs

Foster bondage and friendship between the teachers and students of Japan and Bangladesh through cross cultural and educational exchange program.

International school exchange program deepens relationship between the teachers and students of two countries aimed to develop psychosocial conditions of the students to generate good hearts for human lives. In this context, collaboration was developed between Toji Junior High School in Okayama, Japan and Tengarchar R. Q. Ideal High School in Gazaria, Bangladesh through an initiative of AMDA International, Japan in 2005.

The first visit in August, 2005 by a renowned school teacher Ms. Kazuko Taketani of Toji Junior High School in Okayama, Japan catered for building a strong bondage between these two schools. A second visit by the same teacher in August, 2006 showed the road to establish a long-term linkage program to promote and introduce school development program based on junior high school standards. As a result a Memorandum of Understanding (MOU) was signed between the two schools in December, 2007.

In order to achieve the objectives following activities are being carried out between the two schools

- Mission of bondage and friendship for the students and teachers between the two schools
- Need assessment on the student's psychosocial condition in junior/high schools
- School based dialogue and group discussions
- School and community based audio-visual session
- Awareness rising session for the students on friendship issues
- Art and cultural exchange program
- Foster parents guidance for the poor students
- Study tour for the students and teachers

স্কুল উন্নয়ন কার্যক্রম (School Development Program)

স্কুলের পড়ালেখার মান উন্নয়নে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে মিস কাজুকো তাকেতানীর প্রয়াস অপরিসীম। এরই ধারাবাহিকতায় জাপানের স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী এবং গজারিয়া স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছেন।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়
(Educational & Cultural Exchange Program)

জাপানের সংস্কৃতির সাথে গজারিয়ার কিশোর-কিশোরীদের পরিচিত করার অদম্য এক ইচ্ছা নিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গান, খেলাধূলা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি আদান-প্রদানের মাধ্যমে দু'টি দেশের সেতুবন্ধন রচনা করেন কাজুকো তাকেতানী।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর আমদা কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারে, গ্রামে এবং স্কুল পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণ করছে দু'দেশের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা। এ পর্যায়ে মূলত জাপান থেকেই নিজস্ব উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা গজারিয়াতে সফর অব্যাহত রেখেছে। পরবর্তীতে গজারিয়া থেকেও স্কুল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জাপান সফর করার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। আর এভাবেই দু'দেশের মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরো বেশি জোরদার করা সম্ভব হবে।

মূলত জাপান থেকে নিজস্ব উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা গজারিয়াতে সফর অব্যাহত রেখেছে। পরবর্তীতে গজারিয়া থেকেও স্কুল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জাপান সফর করার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী।

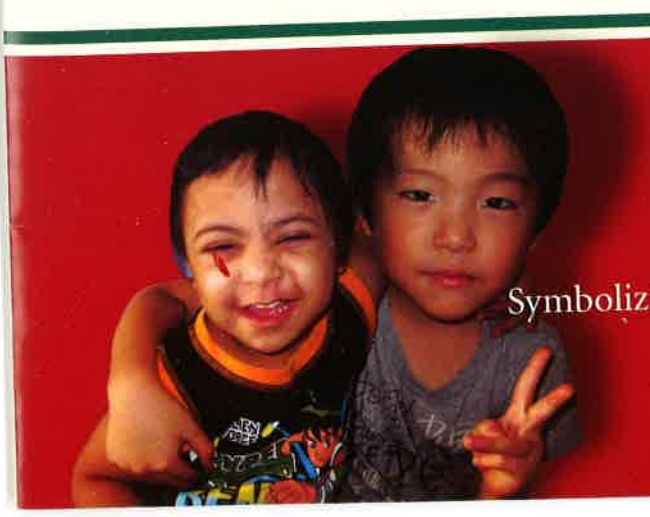

rafan and kazuto

Symbolizing the purity of

Love & Friendship

for generation to come

প্রায় প্রতি বছরই জাপানের বিভিন্ন শহরের জুনিয়র হাই স্কুল এবং হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ গজারিয়া ভ্রমণের জন্য সুদূর জাপান থেকে ছুটে আসেন। গজারিয়া উপজেলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশকে তথা বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ঐতিহ্যকে হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা (Personal Hygiene & Garbage Disposal)

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মিস কাজুকো তাকেতানী সুদূর জাপান থেকে বার্তা নিয়ে এসেছেন। গ্রামবাসী এবং স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের বাড়ী, স্কুলের আঙ্গিনা এবং সর্বোপরি নিজের গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

শিক্ষা সফর (Study Tour)

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যে 'শিক্ষা সফরে' প্রায় প্রতি বছরই জাপানের বিভিন্ন শহরের জুনিয়র হাই স্কুল এবং হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ গজারিয়া ভ্রমণের জন্য সুদূর জাপান থেকে ছুটে আসেন। গজারিয়া উপজেলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশকে তথা বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ঐতিহ্যকে হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন।

এই ধরনের শিক্ষা সফরে জাপানীজ ছাত্র-ছাত্রীরা সরাসরি গজারিয়াতে এসে গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীতে একাধারে তিন চার দিন রাত্রি যাপন করার মধ্য দিয়ে আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রাকে অনুধাবন করতে এবং নিজেকে ভিন্ন মাত্রার এক সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে নিতে চায়। এটা সত্যিই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের বিনিময় এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে (যেমন নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, বাঁশী বাজানো, নাটক ইত্যাদি) কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তাদের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত বা বিকাশ করার এক নিবিড় প্রয়াস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন মিস কাজুকো তাকেতানী। স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত আমদা বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের ফোরামে এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রতিনিয়ত।

সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ও প্রদর্শনী (Demonstration on Nutrition Food Preparation)

সন্তানদের পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনের জন্য মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এরই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রামে গ্রামে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী এবং প্রদর্শনী।

গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Maternal Health Care Service)

গর্ভবতী মায়েদের এবং মাতৃত্বকালীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধাত্রীদের (Traditional Birth Attendant) শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন মিস কাজুকো তাকেতানী। এই ধরনের স্বল্প শিক্ষিত ধাত্রীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন ধাত্রী ফোরাম। আমদা বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ধাত্রী ফোরামগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের এবং মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়াসে অবিরত কাজ করে চলেছেন।

Low Cost Health Care Service

Working with marginalized community people, AMDA found health care needs of the target beneficiaries in this area. People have been suffering from communicable diseases; however, not many people had proper knowledge of preventive and curative care for those diseases. Environmental sanitation was not properly maintained and their level of personal hygiene was very low. A lot of children were suffering from preventable diseases such as Acute Respiratory Track Infection (ARI), Diarrhea, and Scabies, and many women were anemic and malnourished. People in this community were very superstitious so that lots of meaningless treatments were given to sick people. In addition to this situation, people are suffering from difficulties to access to clinical care. In order to deal with these situations, AMDA Bangladesh established AMDA Health Center (AHC) with the support from Japanese Government in 2003. AMDA provides low cost health care services including general clinical services, normal delivery service, antenatal and postnatal check-up, and pathology service. AHC also provides preventive health care service including health awareness and education through community health worker and tele health service in collaboration with Japan Bangladesh Friendship Hospital.

গর্ভবতী মায়েদের এবং মাতৃত্বকালীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন মিস কাজুকো তাকেতানী। এই ধরনের স্বল্প শিক্ষিত ধাত্রীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন ধাত্রী ফোরাম।

東児中生徒会がバングラデシュ支援のために行った街頭募金活動

2009.12.15 山陽新聞

バングラデシュ被災者の支援を

街頭で募金呼び掛け

東児中生

東児中の生徒会は十二～十四日、十一月にサイクロンの被害に遭ったバングラデシュを支援しようと、学区のスーパーなどで街頭募金活動を行った。

国際医療ボランティアAMDA会員で、AMDAバングラデシュと交流のある同中の竹谷和子教諭を通じて現地の惨状を知り、支援に参加しようと募金活動を企画した。

十三日は東田井地のスーパーに生徒会のメンバー四人が集まり、手作りの募金箱と「バングラデシュへ緊急支援のお願い あなたの気持ちが大切です」と書いたプラカードを持って「募金お願いします」と買い物客らに呼び掛けた。

生徒会長の二年高畠沙季さん(一四)は「バングラデシュは名前しか聞いたことがなかったが、竹谷先生を通じて身近に感じた。募金が少しでも役に立ってほしい」と話していた。募金はAMDAバングラデシュを通じて災害支援などに寄付する予定。(山本雅子)

2010年5月19日 22

玉野圏版 Tamano

「末永い交流期待」

バングラデシュ ラザックさん 市長を訪問

国際医療ボランティアAMDA(本部・岡山市)のバングラデシュ支部のサーダー・アブドラ・ラザックさん(44)が14日、黒田晋市長を表敬訪問した。

ラザックさんと、東児地区の住民らが発展途上国の支援などに取り組む「AMDA玉野クラブ」の竹谷和子代表ら4人が市役所を訪問。ラザックさんは、東児中が2007年から交流している現地学校の様子などを紹介しながら「交流が末永く続くことを期待している」と述べた。

ラザックさんは、AMDA本部の招きで13日に来日。23日まで岡山、玉野市などに滞在する。15日には、東児市民センターで、同クラブメンバーらとの交流会が開かれた。(平松隆)

黒田市長にバングラデシュの様子などを説明するラザックさん(右から2人目)

আমদা বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ২০১০ সালের মে মাসে আমদা ইন্টারন্যাশনালের অফিসিয়াল ভিজিট এর সময় জাপানের ওকায়ামা প্রিফেকচারে টামানো শহরের মেয়রের সাথে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিনিময় কার্যক্রমের উপর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । আমদা টামানো ক্লাবের সভাপতি মিস কাজুকো তাকেতানী এবং অন্যান্য সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । এই বৈঠকে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন টামানো শহরের মেয়র । গজারিয়া উপজেলা এবং টামানো শহরের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের সেতুবন্ধন রচনা করার লক্ষ্যে এক যোগে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ।

বিশেষ প্রতিবেদন
Special Feature

২০০৭ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমকে গতিশীল এবং একটি শক্ত ভিত রচনা করার লক্ষ্যে টামানো শহরের তোজি জুনিয়র হাই স্কুল এবং গজারিয়ার টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। জাপান এবং বাংলাদেশের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তথা টামানো শহর এবং গজারিয়া উপজেলার স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের লক্ষ্যে উক্ত স্কুল দু'টির মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম দুই দেশের অন্যান্য স্কুলেও বিস্তার লাভ করবে।

玉野市立東児中教諭　竹谷 和子さん 58

小さな交流 大きく育て

バングラデシュの学校と提携

OKAYAMA PERSONS

বাংলাবাজার পত্রিকা

জাপানের তোজি জুনিয়র হাইস্কুল এবং গজারিয়ার রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

গতকাল মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আমদা বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে স্কুল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাপানের তোজি জুনিয়র হাই স্কুল এবং গজারিয়া টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে দু'দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের মানসিক বিকাশ লাভ করবে বলে সংস্থাটি মনে করেন। বিগত কয়েক বছর যাবত সংস্থাটি দু'দেশের সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাংকন, সংগীত এবং হস্ত ও কারুশিল্পের উপর প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে। তাছাড়া এ কার্যক্রমের আওতায় দুই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করা এবং শিক্ষা সফরের সুযোগ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যে আমদা বাংলাদেশের সহযোগিতায় দু'স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার জন্যে আমদা কমিউনিটি সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমদা বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এসএ রাজ্জাক, জাপানের তোজি জুনিয়র হাই স্কুলের সংগীত বিষয়ক শিক্ষিকা মিস তাজুকো তাকেতানি এবং কনকো লায়ন্স ক্লাব ওকায়মা সিটি থেকে এমি ইয়োনেদা। টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ওসমান গনি এবং উক্ত স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ কার্যক্রম প্রসঙ্গে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এসএ রাজ্জাক বলেন, মূলত আমদা বাংলাদেশসহ অত্র এলাকার মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে আমদা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, পাশাপাশি স্থানীয় হাইস্কুলগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে গজারিয়া উপজেলার টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়কে মডেল হিসেবে উক্ত কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্কুলসমূহ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে। আশা করা হচ্ছে এ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে দু'দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশ লাভ করবে এবং দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলেন এ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে উভয় দেশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সফর করার সুযোগ থাকবে। জাপানের তোজি জুনিয়র হাই স্কুলের সংগীত বিষয়ক শিক্ষিকা তাজুকো তাকেতানি বলেন আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতির পাশাপাশি বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করা এবং দু'দেশের সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে যেমন চিত্রাংকন, সংগীত হস্ত ও কারু শিল্প ইত্যাদি। তিনি এই ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমদা বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন এ কার্যক্রমের মাধ্যমে উভয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ধরনের কার্যক্রমের জন্যে তিনি আমদা বাংলাদেশকে সাধুবাদ জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমদা বাংলাদেশের প্রজেক্ট ম্যানেজার সানোয়ার হোসেন, আমদা হ্যান্ডিক্র্যাফট ডিপার্টমেন্টের এডভাইজার মিসেস লুনা রাজ্জাক, প্রজেক্ট অফিসার এডমিন আরিফ হোসেন মোল্লা এবং অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরে টেংগারচর রাজিয়া কাদের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আমার দেশ

সবার কথা বলে

জাপানের তোজি ও গজারিয়ার কাদের স্কুলের মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

2007年(平成19年)12月21日　金曜日　第2

玉野・東児中

バングラの学校

27日、現地で姉妹校調印

姉妹校へ贈るうちわを作った東児中生と竹谷教諭（右から3人目）

玉野市北方の東児中学校は、交流しているバングラデシュの学校と姉妹校提携する。国際医療ボランティアAMDA会員で、同中の竹谷和子教諭(五八)が二十二日、調印のため現地へ向け出発。発展途上国の学校との提携は珍しく、「バングラデシュの良いところを吸収していきたい」と意欲を見せている。

姉妹校提携するのは、バングラデシュの中央部、ガザリア地区の農村地帯にあるテンガッチョ学校。八～十七歳の子ども約四百人が学んでおり、AMDAが支援している学校の一つ。

二〇〇五年、竹谷教諭が同校を訪れたのを機に交流を開始。これまでに東児中からは折り鶴や絵の具、リコーダーなどを贈り、テンガッチョ学校からは子どもたちが描いた色鮮やかな絵画が届いた。両校の子どもたちが互いの文化や環境により関心を深められるよう、姉妹校として結びつきを強めることを決めた。

竹谷教諭は、両校が互いに異[illegible]学ぶ教育プログラムなどを盛り込んだ姉妹校協定書のほか、「東児中からテンガッチョ学校へ」と英語でメッセージを書いた生徒手作りのうちわ百枚を携え、現地を訪問。二十七日にテンガッチョ校関係者と協定書を交わす予定。

生徒会長の高畠沙希さん(一四)は「同世代の子と積極的に交流し、いつかはバングラデシュに行きたい。新しい取り組みなのでとても楽しみ」と言い、竹谷教諭は「いずれは交換留学が実現するような関係を築いていきた

100 GREETINGS
১০০টি শুভেচ্ছা

This year one hundred Happy New Year & Merry Christmas greetings cards were sent by the Junior High School students from Tamano City, Okayama Prefecture in Japan to their friends of Tengarchar Rajia Quader Ideal High School in Gazaria. Those greeting cards were designed and made by themselves as reflection of their love and friendship.

We wish a very Happy New Year and Merry Christmas and cordially invite them to visit Gazaria sometime.

এবারের নতুন বছরে গজারিয়ার স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টামানো শহরের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের আঁকা ১০০ শুভেচ্ছা কার্ড (Happy New Year and Merry Christmas Greeting Card) পাঠিয়েছেন, যা তাদের দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনকে অটুট রাখার এক অসম্ভব সুন্দর প্রয়াস। আমরা সেসব স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। এ ধরনের শুভেচ্ছা বিনিময় সত্যিই আমাদের কোমলমতি স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করবে।

কচি-কাঁচা শিশুদের অকৃত্রিম ভালোবাসার রঙ-তুলিতে আঁকা এই ছবিগুলো যেন মায়া ভরা বন্ধুত্বের হাতছানি দেয়। ছবিগুলো যেন একান্তই প্রাণের ছোঁয়া। ওদের পরশে যেন উজ্জীবিত হয় ভোরের সেই অরুণ-আলো। সূর্যোদয়ের মানস সন্তানদের এই গভীর ভালোবাসা আমাদের মাঝে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

Study tour and exposure visits of Ms. Kazuko Taketani

Visit	Year	Purpose of visit	Performed by	Activities undertaken
1st	August 2005	Exposure visit	Ms. Kazuko Taketani	- Meeting with AMDA Bangladesh - Meeting with teachers and student of Gazaria school
2nd	August 2006	Orientation/ Exposure visit	Ms. Kazuko Taketani	- Message form Toji Junior High School - Art, cultural and educational exchange program
3rd	August 2007	Orientation/ Exposure visit	Ms. Kazuko Taketani	- Art, cultural and educational exchange program
4th	December 2007	Study tour	Ms. Kazuko Taketani/ Ms. Emi YONEDA	- Message from Toji Junior High School - MOU Signing ceremony
5th	August 2008	Orientation/ Exposure visit	Ms. Tazuko Taketani	- Art, cultural and educational exchange program - Message form Toji Junior High School
6th	August 2009	Orientation/ Exposure visit	Ms. Kazuko Taketani	- Art, cultural and educational exchange program
7th	December 2009	Study tour	Ms. Kazuko Taketani Mr. Noriyuki HARADA Ms. Yukiko YAMAGIWA	- Exchange views with teachers and students - Game exchange program - workshop on communityradio
8th	November 2010	Study tour	Ms. Kazuko Taketani Mr. Kaoro Hina Me. Hiroko Sasaki	- Art, cultural and educational exchange program - Exchange views with teachers and students
9th	March 2011	Study tour	Ms. Kazuko Taketani Ms. Yuika Omae Ms. Akiko Sato	- Art, cultural and educational exchange program - Message form Toji Junior High School
10th	December 2011	Orientation/ Exposure visit	Ms. Kazuko Taketani	- 100 greetings from Japan, Merry Christmas & Happy New Year
11th	April 2012	Study Tour	Ms. Kazuko Taketani Mr. Yukio Okazaki Ms. Kikkawa Eri	- Art, cultural and educational exchange program - Exchange views with teachers and students

www.amdabd.org

Editorial Board

Advisors
Prof. Dr. Sarder A. Nayeem
Prof. Dr. Md. Jonaid Shafiq
Ms. Asha Islam Nayeem

Editor
Mr. S. A. Razzak

Members
Mr. Uttam Howlader
Mr. Zahirul Islam
Mr. Arif Hossain Mollah
Mr. Bahar Uddin Bhuiyan
Mr. Sirajul Islam

In our eyes Ms. Kazuko Taketani is like another Mother Terasa

আমাদের কাছে মিস কাজুকো তাকেতানী
মাদার তেরেসার মতই একজন
গজারিয়ার মাটি ও মানুষের টানে বারবার ফিরে আসেন
প্রতি বছর নতুন নতুন বার্তা বহন করে আনেন
সুদূর জাপান থেকে...

a redline work/12

AMDA BANGLADESH

Project Office
AMDA Bangladesh
Hossaindi Union, Gazaria Upazila
Munshiganj District, Bangladesh
Tel: 04476501115
Cell: 01711 819986, 01819 895931
Email: office@amdabd.org

Head Office
AMDA Bangladesh, Acumen Dream
Flat # 5/A, House # 14, Road # 7
D.I.T. Project (South Baridhara), Middle Badda
Gulshan 1, Dhaka 1212. Tel: 02 9853017
Cell: 01711 819986, 01749 068446
Email: director@amdabd.org